RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১২ সংখ্যা:, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৬ জুন - ২৯ জুন, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 12, Cooch Behar, Friday, 16 June - 29 June, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

কোচবিহারের শিল্পক্ষেত্রে আশার আলো

শিল্প বিস্তারের মনিটরিং কমিটির বৈঠক

পার্থ নিয়োগী: জেলায় শিল্প বিস্তারের জন্য একটি মনিটরিং কমিটি করেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। গত ৩১ মে জেলাশাসকের দপ্তরে এই কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেলার শিল্প নিয়ে ইতিবাচক কথা উঠে এল। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় শিল্পতালুক তৈরি হচ্ছে মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতুর পাশে। এদিনের বৈঠকে সেই বৃহত্তম শিল্পতালুক নিয়ে আলোচনা হয়। এই শিল্পতালুক করতে নিলামে তোলা হবে জমি। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের কাছে আবেদন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য মেখলিগঞ্জে জয়ী সেতুর পাশে ৪০০ একর জমিতে শিল্পতালুক করার সিদ্ধান্ত এক বছর আগেই হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের পরবর্তী ধাপ হিসেবে এবার শিল্প গড়তে জমি দেওয়া হবে শিল্পপতিদের। তার জন্য রাজ্য অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তর জমির নিলাম করবে। এখানে কৃষিনির্ভর শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য ধরনের শিল্পও গড়ে উঠবে। ছোট ছোট তালুক গড়ে ওঠার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কেউ শিল্প স্থাপন করতে পারবে। আর এরজন্য কোচবিহার জেলা প্রশাসন রাজ্য, দেশ সহ বিদেশের এজেন্সি, উদ্যোগপতিদের নিয়ে আসতে আলাদা করে পরিকল্পনা নিয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে তাদের সরকারি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কোচবিহারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টিও আগ্রহীদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। এদিনের এই বৈঠকে এই নতুন শিল্পতালুকের পাশাপাশি জেলার শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করে জেলা প্রশাসন। ৯ টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই কেন্দ্রগুলি থেকে কৃষকেরা নানা যন্ত্রপাতি নিতে পারবেন। এরজন্য মিলবে সরকারি সহযোগিতা। একইসাথে কোচবিহারে ৭ টি ওয়্যারহাউস তৈরি হচ্ছে। ৩ টি তেলকল ও ৪ টি চালকলও হচ্ছে। সেইসাথে হচ্ছে ৯ টি হিমঘর। ৬ টি নতুন হ্যাচারিও তৈরি হবে তার জায়গা খুঁজছে প্রশাসন। জেলায় শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে একটি ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। শিল্প করতে যে সমস্ত দপ্তরকে প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন অনুমোদন যাতে সহজে হয় সেটাও দেখা হচ্ছে। শিল্প বিস্তারে জেলার এই মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে শতাধিক জমির মিউটেশন করা হয়েছে। ৬৪ টি শিল্প করার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১২ টি ফ্যাক্টারির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ও ৩০ টি ফায়ার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকের শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয় কোচবিহারে কৃষিভিত্তিক শিল্প করার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলার মহকুমাগুলিতে কি ধরনের চাষ হচ্ছে, মজুত খাদ্যশস্য দিয়ে কি করা যায় সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চাষিদের জন্য মিশন কৃষি আলো চালু হয়েছে। চাষিদের এক জায়গায় নিয়ে এসে ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। শিল্পের উন্নয়নে পথশ্রীর রাস্তা কাজে দেবে। কোচবিহার এয়ারপোর্টের লাইসেন্স পাঁচ বছরের জন্য রিনিউয়াল করা হয়েছে। ১ লা জুন থেকে সপ্তাহে সাতদিনই বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। এতে শিল্পের সম্ভাবনা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এদিনের বৈঠকের শেষে কোচবিহারের শিল্পের উন্নতির এক আশা দেখা যাচ্ছে। আর তা হলে উন্নতি হবে জেলার অর্থনীতি।

কোচবিহারে গায়ত্রী দেবীর নামে উদ্যান

পার্থ নিয়োগী: সাগর দিঘির দক্ষিণ-পূর্বদিকের পুরসভা সংলগ্ন উদ্যানটির নাম কোচবিহারের রাজকুমারী গায়ত্রী দেবীর নামে করল কোচবিহার পুরসভা। এই উদ্যানটিতে একটি মুক্তমঞ্চও আছে। যদিও মুক্তমঞ্চটির নাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে মুক্তমঞ্চটি শহীদবাগ মুক্তমঞ্চ নামেই থাকল। আগে মুক্তমঞ্চ সহ উদ্যানটি ছিল বন দপ্তরের হাতে। সম্প্রতি বন দপ্তরের হাত থেকে এই উদ্যানটি হস্তান্তরিত হয় কোচবিহার পুরসভার হাতে। পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে কোচবিহারের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ বলেন, 'কোচবিহারের রাজকুমারী গায়ত্রীদেবীর কোচবিহারে যা অবদান রয়েছে, সেই হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পাননি। ফলে তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য কোচবিহার পুরসভা যে প্রচেষ্টা সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই'।

চলে গেলেন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক আব্দুল করিম

পার্থ নিয়োগী: চলে গেলেন কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক আব্দুল করিম। গত ৭ জুন তিনি প্রয়াত হন। তার প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে কালীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রদের মধ্যে। গভীর শোকে আচ্ছন্ন হন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররাও। এই বিদ্যালয় স্থাপনে এবং তারপর বিদ্যালয়ের উন্নতিতে আব্দুল করিমবাবুর। স্কুল ছিল তার ধ্যান, জ্ঞান। অবসরের পরেও স্কুলের উন্নতিতে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তার প্রয়াণে একটা অধ্যায়ের শেষ হল বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা আব্দুল করিমবাবুর ছাত্র বর্তমানে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত শ্যামলকান্তি বর্মন বলেন, "খবরটা শুনে ভীষণ আঘাত পেলাম কারণ আমার কাছে তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য মানুষ। আমি কতভাবে তার কাছে আবদার করেছি ও পেয়েছি। আমাদের সঙ্গে মিশতেন এমন করে যেন আমরা তাঁর বন্ধু"।

নাট্যপ্রেমীদের উদ্দীপনা দেখা গেল বর্ণনার নাট্য উৎসবে

দেবাশিষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: মোট ১২ টি নাটক প্রদর্শিত হয়ে বর্ণনা আয়োজিত নাট্য উৎসবের সমাপ্তি হলো। সারা বছর ধরেই কোচবিহারের বিভিন্ন নাট্য সংস্থা আয়োজন করে থাকে বিভিন্ন নাট্য উৎসবের, ঠিক তেমনি কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে বর্ণনা নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় আয়োজিত হল নাটক। কলকাতা, কোচবিহার, হলদিবাড়ি, শ্যামবাজার, মাথাভাঙ্গা, গয়েরকাটা ও সবশেষে ত্রিপুরার নাট্য দলের নাটক "লাল রুমাল" প্রদর্শনের মাধ্যমে ১২ ই জুন ২০২৩ এর নাট্য উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। কোচবিহার বর্ণনার কর্ণধার ও নির্দেশক বিদ্যুৎ পাল জানান, প্রতি বছরের মত এবছরও আমরা রবীন্দ্র ভবনে নাট্য উৎসবের আয়োজন করি। শুরু থেকেই নাটক দেখার জন্য উৎসাহিত দর্শকদের উপস্থিতির হার দেখে আমরা সত্যিই আপ্লুত। যেভাবে কোচবিহারের নাট্যপ্রেমী মানুষ নাটকের প্রতি উৎসাহ দেখাচ্ছেন আমরা আগামীদিনে আরো ভালো কিছু করে দেখাবার ও ভালো নাটক উপস্থাপন করার সাহস পাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, প্রথমদিন অভিনয় জগতের পরিচিত মুখ সঞ্জীব সরকার অভিনীত ও সিমা মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক "অনাহুত" প্রদর্শিত হয়। নাটক দেখতে আসা নাট্যপ্রেমী ইতু সরকার জানান, সারা বছর ধরে কোচবিহারে নাট্য উৎসব চলতেই থাকে, এবারেও বর্ণনা আয়োজিত নাটকগুলো দেখতে যেভাবে দর্শকরা ভিড় করছেন তা চোখে পড়ার মতো, এই ডিজিটাল যুগেও বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও যেভাবে নাটক দেখার উৎসাহ দেখাচ্ছেন এবং তারা বুঝতে চাইছেন নাটক। আগামী প্রজন্মের জন্য খুবই ইতিবাচক দিক। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিল এই নাট্য উৎসব

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ি

কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বক্সী বাড়ি মোড় এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ি। এদিন দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ পরিমল চন্দ্র রায়ের বাড়ির একটি ঘরে আগুন দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। আগুনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে নিমেষে গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দমকলে খবর দেওয়া হলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। কি কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং দমকল।

গোসানিমারীতে উদ্ধার বার্মিজ পাইথন

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: গোসনিমারী ভিতরকামতায় উদ্ধার বার্মিজ পাইথন, তুলে দেওয়া হল বন বিভাগের হাতে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সিতাই বিধানসভার গোসনিমারী-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরকামতা গ্রামে এক যুবক দেখতে পায় বিশালাকার বার্মিজ পাইথন। আতঙ্কিত হয়ে সে চিৎকার শুরু করে। সেই খবর চাউর হতেই স্থানীয়রা ভিড় জমায় বিশালাকার বার্মিজ পাইথন দেখতে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় গোসনিমারী ফরেস্ট বিটের বন কর্মীদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশালাকার বার্মিজ পাইথনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে লোকালয়ে হঠাৎ করে বার্মিজ পাইথন উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

দিনহাটার সমস্যা নিয়ে মহকুমা শাসককে সিপিআইএমের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সিপিআই (এম) দিনহাটা এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হলো দিনহাটা মহকুমা শাসককে। দিনহাটা সিপিআই (এম) এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে দেখা করে মোট পাঁচ দফা দাবী সম্মিলিত তাদের স্মারকলিপি তুলে দেন তার হাতে। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম) দিনহাটা এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দেব, কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস, এরিয়া কমিটির সদস্য সমীর চৌধুরী, কাজল রায়, জয় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন স্মারকলিপি প্রদান শেষে দিনহাটা প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে জঞ্জাল সমস্যা সহ বিভিন্ন অভিযোগে দিনহাটা পৌরসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সিপিআই (এম)। এই স্মারকলিপিতে যে দাবিগুলো নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, দিনহাটা পৌরসভা বর্জ্য নিষ্কাশনে। শহরের বাজার, জনবহুল জায়গা ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে প্রযুক্তি নির্ভর বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে ব্যবসায়ী ও শহরবাসীকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে মুক্তি দিতে হবে। বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে।

দিনহাটা শহরে নিকাশি ব্যবস্থার মাস্টার প্ল্যান অবিলম্বে গ্রহণ করতে না পারলে আসন্ন বর্ষায় শহর জলমগ্ন হবে। এবিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ জরুরী। "হাউস ফর অল" স্কিমে সমস্ত গরীব মানুষের ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘর নিয়ে দলবাজি বন্ধ করতে হবে। দিনহাটা মহকুমা হাসাতালের আয়া রাজ বন্ধ করা ও পরিষেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। দিনহাটাকে আন্তর্জাতিক করিডোর হিসেবে ঘোষণা করতে হবে বলে জানান এই প্রতিনিধি দল।

দিনহাটায় এলেন জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার শিমুলতলায় মৃত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে এলেন জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ দিনহাটা শিমুলতলায় আসেন জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার। এদিন তিনি এসে শুট আউটে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। প্রসঙ্গত শুক্রবার বিকেলে শিমুলতলাতে বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় বিজেপি কর্মী প্রশান্ত রায় বসুনিয়া। সেই কারণে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বললেন কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার।

শুরু হল সপ্তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব সংবাদদাতা শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে শুরু হল সপ্তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল। তিনদিন চলবে এই ফেস্টিভ্যাল। দেশ ও বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের আম রয়েছে এই ফেস্টিভ্যালে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির আম এই ফেস্টিভ্যালের আনা হয়েছে। আমের বিভিন্ন স্টল রয়েছে এখানে। নেপাল ট্যুরিজমের সহযোগিতায় ভারতীয় একটি সংগঠন এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছে। এই ফেস্টিভ্যালের মধ্য দিয়ে আম খাওয়া ও আমের সঙ্গে যুক্ত চাষিদের উন্নয়নে ও এই ফল যাতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন চাষীরা তাদের নিজেদের চাষ করা আম নিয়ে এসেছে। শুক্রবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করা হয়।

বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের দাবিতে সরব বনবস্তি বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা,আলিপুরদুয়ার: পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে বনাধিকার আইন সঠিকভাবে রূপায়ণের দাবিতে সরব বনবস্তি বাসিন্দারা শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বনবস্তি বাসিন্দারা মিছিল করে আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যাতে এসে পৌঁছায় এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল জানান, ২০০৬ সালে বনবস্তি বাসিন্দাদের জন্য বনাধিকার আইন পাশ হয় কিন্তু এখনও অবধি বনাধিকার আইন সঠিকভাবে রূপায়ণ হয়নি। বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের জন্য। এছাড়াও সম্প্রতি বন সহায়ক নিয়োগ হচ্ছে বনদপ্তরে সেই নিয়োগে বনবস্তি বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে সামিল বনবস্তি বাসিন্দারা। বনবস্তি বাসিন্দারা জানান, বনাধিকার আইনে গ্রামসভা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যেই রাজনৈতিক দল এই গ্রাম সভা মানবে না তাদের রাজনৈতিক সভায় আমরা যাবো না এবং প্রয়োজনে আমরা ভোট বয়কটে সামিল হব।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বদলীয় বৈঠক ল্যান্সডাউন হলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের নিয়ে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল অল পার্টি মিটিং। অল পার্টি মিটিংয়ে বামফ্রন্ট এবং বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় রাজ্য পুলিশ দিয়ে কখনোই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। বিজেপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বদের অভিযোগ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জায়গায় বিরোধী দলের প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। একদিকে নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নির্বাচনের ডেট পিছিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়। তবে রাজ্য পুলিশ দিয়ে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে দাবি করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

আমেরিকায় যাচ্ছেন সুরঞ্জনা রসায়নশাস্ত্র নিয়ে গবেষণার সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগর পাড়ার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক সুখময় দাম। স্ত্রী সংযুক্তা সরকার দাম শিক্ষিকা। তাদের একমাত্র কন্যা সুরঞ্জনা দাম ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো। বর্তমানে সুরঞ্জনা কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া। সম্প্রতি সুরঞ্জনা আমেরিকায় গবেষণার জন্য ডাক পেয়েছে। আমেরিকার ওহিয়ো স্টেটের সিনসিনাটি ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার সুযোগ পেয়েছে সে। অর্গানিক কেমিস্ট্রির পরিবেশ বান্ধব অনুঘটকের ওপর আমেরিকায় গবেষণা করার জন্য আগামী আগস্ট মাসে আমেরিকায় উড়ে যাবে সুরঞ্জনা। এই গবেষণার জন্য পাঁচ বছর সেখানেই থাকতে হবে তাকে। এর জন্য সুরঞ্জনাকে প্রতিবছর ৫৪ হাজার ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ভারতে যার মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। আমেরিকায় গবেষণার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি সুরঞ্জনা। গবেষণা শেষে দেশে ফিরে নতুন পড়ুয়াদের গবেষণার কাজে শিক্ষাদান করতে চায় সে। এদিকে আমেরিকায় গবেষণার সুযোগ পাওয়ায় খুশি সুরঞ্জনার আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি ময়নাগুড়িবাসী।

নির্বাচনের নামে প্রহসন, ক্ষোভ প্রকাশ এসইউসিআই নেতার

দিনহাটা: রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা ঘোষণা করেছেন আগামী ৮ ই জুলাই হচ্ছে রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন। মনোনয়নপত্র তোলা যাবে আগামী ১৫ ই জুন পর্যন্ত। আর সেই নির্দেশমত দিনহাটা-১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের শুরু হল দিনহাটা-১ নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ ভিত্তিক নমিনেশন পত্র তোলার কাজ। মনোনয়নপত্র তোলাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা-১ নং ব্লক বিডিও অফিস চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আটোসাটা। পুলিশ কর্মীরা নাকা চেকিং বসিয়ে যথারীতি পরিচয়পত্র দেখে তারপরেই ঢুকতে দিচ্ছেন বিডিও অফিস চত্বরে। শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ মনোনয়নপত্র তুলতে এসে নমুনা মনোনয়নপত্র হাতে পেয়ে কার্যত প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এসইউসিআই নেতা আজিজুল হক। এদিন বিডিও অফিস চত্বরে তিনি সাংবাদিকদের জানান সবকিছু প্রস্তুত না করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করে আদতে বিরোধীদের আটকানোর চেষ্টা করছে। এটা নির্বাচনের নামে প্রহসন চলছে।

বেসরকারী উদ্যোগে চালু হল আলিপুরদুয়ার-তেজপুর বাস পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বেসরকারী উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার বাস স্ট্যান্ড থেকে সোমবার সকালে চালু হল আলিপুরদুয়ার-তেজপুর বাস পরিষেবা। এই প্রথম অসমের তেজপুরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হল আলিপুরদুয়ারের। আলিপুরদুয়ার থেকে অসমে বাস পরিষেবা থাকলেও তেজপুরে এই প্রথম বাস পরিষেবা চালু হল। এই বাস পরিষেবার শুভ সূচনা করলেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটক ও আলিপুরদুয়ারের ব্যাবসায়ীরা লাভবান হবেন। এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ। আর ট্রেনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। আলিপুরদুয়ার-তেজপুর বাস পরিষেবা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

গয়েরকাটায় ঢাক, ঢোল ও মাদল বাজিয়ে তৃণমূলের প্রচার

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বলয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। সদ্য ধূপগুড়ি ব্লক ভাগ হয়ে নতুন ব্লক গঠিত হয় বানারহাট। চা বাগান অধ্যুষিত গয়েরকাটায় এলাকার বিভিন্ন বুথে বুথে শুরু হয়েছে তৃণমূলের প্রতীক সহ দেওয়াল লিখন। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের প্রচারে নামতে দেখা যায়নি। তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই পথে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। ঘোষণা হয়নি তৃণমূল প্রার্থীদের নাম। তাই মন্দিরে পুজো দিয়ে দলীয় প্রতীক নিয়েই প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কর্মী হিরণ ঘোষ, পঙ্কজ দত্ত, নিখিল সাহা সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও প্রচারের কাজে দেখা গিয়েছে মহিলাদের একটি বিরাট অংশকে। সব মিলিয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার প্রথম থেকেই এবার যেন গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাতে খুব খুশি দলের জেলা স্তরের নেতারা। মূলত দলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে হাতিয়ার করে এবার নির্বাচনী লড়াই চালাতে চায় তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখাই দলের মূল লক্ষ্য এবার। চা বলয়ের ভোটকে লক্ষ্য রেখে ঢাক, ধামসা ও মাদল বাজিয়ে শুরু হয়ে গেল তৃণমূলের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার।

যুব মোর্চার দিনহাটা বিধানসভার কনভেনার তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলো দলের জেলা কমিতির সদস্য এবং যুব মোর্চার দিনহাটা বিধানসভার কনভেনার অনিমেষ বর্মন। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর বাড়ির অফিসে অনিমেষের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী উদায়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ভিলেজ দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কেশব নাহা, দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস প্রমুখ।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনই বিপত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা তুফানগঞ্জ: মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনই বিপত্তি। মনোনয়নের আবেদনপত্র না পেয়ে তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লক বিডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতী রাভা রায়। অভিযোগ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করলেও প্রস্তুত নয় প্রশাসন। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কি করে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না ঘোষণা করলেন শুচিস্মিতা দেবশর্মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচন ঘোষণার পর চারদিন পেরিয়ে গেলেও কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি প্রার্থী তালিকা। যার ফলে বর্তমানে দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। একদিকে যখন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ চলছে জোর কদমে সেই সময় হাত গুটিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে প্রার্থী হবে? তা নিয়ে বর্তমানে কর্মীদের মধ্যে রয়েছে ধোঁয়াশা। এই অবস্থায় জেলার নেতাদের প্রতি ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে। এই অবস্থায় ইতিমধ্যে দিনহাটা ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে গুলিবিদ্ধ হয় এক তৃণমূল কর্মী। এই তাপ-উত্তাপের মধ্যেই এবার সাংবাদিকদের সম্মেলন করে প্রার্থীপদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অভিজ্ঞ নেত্রী কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা। তবে মহলের ধারণা দলের কোচবিহার রাজনৈতিক পক্ষ থেকে তার টিকিট আর এই কারণেই টিকিটে না দাঁড়ানোর শুচিস্মিতা দেবশর্মা এবং তার আগের জেলা পরিষদের জয়লাভ করেছিল এবং গত দশ বছর ধরে কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। তারপরেও দলের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদের কোন আসন সুনিশ্চিত না করায় মূলত অপমানিত বোধ করে অভিমানে তিনি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। শুচিস্মিতা দেবশর্মা বলেন, গত দশ বছর ধরে আমি কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছি। আমার সাধ্যমত আমি মানুষের জন্য কাজ করেছি। এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। ইতিমধ্যেই আমার সিদ্ধান্তের কথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। আগামীদিনে আমি শুধু দলের জন্য কাজ করতে চাই। এই নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। নেত্রীর এই সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মার পাত্রী হিসেবে না দাঁড়ানোর ঘোষণা নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, শুচিস্মিতা দেবশর্মা গতবার যে আসনে দাঁড়িয়ে ছিল সেই আসনটি ওপেন হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো কোন টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলব। এটা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত

আলিপুরদুয়ার: মনোনয়ন জমা দেওয়ার তিন দিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আলিপুরদুয়ার জেলার কোথাও তৃণমূল মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু করতে পারেনি। আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল শিবিরে পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ অব্যাহত। বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষোভের চিত্র সামনে আসছে। সোমবার সকালে জয়গাঁ ত্রিবেণী টোল এলাকার কয়েকশো তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূলের জেলা নেতা এবং জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বাড়িতে এসে প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ জাহির করে। ত্রিবেণী টোল এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও বুথ কর্মীরা জানান আমাদের গ্রামের তৃণমূলের সমস্ত কর্মীরা মিলে যাকে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাকে প্রার্থী না করে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হচ্ছে এই নিয়ে এলাকায় সমস্ত তৃণমূল কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, কোনো ক্ষোভ নয় দলীয় কর্মীরা আমার বাড়িতে এসে তাদের কথা বলেছে আমরা সবার কথা শুনেছি। তিনি জানান, সম্ভবত আগামীকাল থেকে সব এলাকায় তৃণমূলের মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হবে।

আবর্জনা সরানোর দাবিতে চওড়াহাট বাজার ১২ ঘন্টা বন্ধ পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আবর্জনা সরানোর দাবিতে চওড়াহাট বাজার ১২ ঘন্টা বন্ধ পালন ব্যাবসায়ীদের। প্রসঙ্গত সংশ্লিষ্ট বাজারের জমে থাকা নোংরা আবর্জনা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে বারংবার দিনহাটা পৌরসভা, দিনহাটা মহকুমা শাসককে লিখিত স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও মেলেনি কোন সুরাহা। নোংরা আবর্জনার স্তূপ পড়ে রয়েছে চওড়াহাট বাজার চত্বরে যার ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সেই নোংরা আবর্জনার থেকে বের হচ্ছে দুর্বিষহ দুর্গন্ধ। অভিযোগ তারপরেও দিনহাটা পৌরসভা কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এবার সেই কারণে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ১২ ঘন্টা চওড়াহাট বাজার বন্ধের ডাক দিল দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি ও চওরাহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।

সম্পাদকীয়

শঙ্কায় কোচবিহার

একটা খুব প্রচলিত কথা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে তা নাকি হবে জলের জন্য। তবে যুদ্ধ হবে কিনা সেটা জানা না থাকলেও গরমে পানীয় জলের অভাব হলে কি অবস্থা হয় সেটা এবার বুঝেছে কোচবিহার শহরবাসী। অনেকে বলবেন গরমে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত জলের যোগানের সমস্যার জন্য একটু আধটু সবখানেই জলের সমস্যা হয়। হ্যা এই কথাটা ঠিক। কিন্তু যদি মাটির নীচের জলস্তর নেমে যায়? তবে সেটা কিন্তু সত্যিই চিন্তার। আর সেটাই হয়েছে রাজনগর কোচবিহারে। নিজের ফেসবুক ওয়ালে সেটাই পোষ্ট করেছেন খোদ কোচবিহার পুরসভার পুরপতি। বাধ্য হয়ে সকালে পানীয় জলের পরিষেবার সময় এক ঘন্টা সকালে কমিয়ে দিতে হয়েছে। আর এটা একদিনে হয়নি। আমাদের দোষেই এটা হয়েছে। আমরা ভুলেই গেছিলাম ভূগর্ভের জলের স্তর কমে যাবার কথা। দেদার সে মাটির তলার জল আমরা খরচ করেছি। ইলেকট্রিক পাম্প চালিয়ে ইচ্ছেমত ভূগর্ভস্থ জল আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেছি। রাস্তার ট্যাপকলের মুখ লাগাতে না লাগাতেই চুরি। ফলে প্রচুর জল নষ্ট। তার ওপর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শহরে জনসংখ্যা। তাই শহরের সর্বস্তরের মানুষেরও এবার ভাবার সময় ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে।

কবিতা

লাশ এলো ঘরে ফিরে

.... রাম কুমার বর্মন

হয়তো ফেরা হলো না আর, বাবা মায়ের কোলে,
আশা ছিল অনেক মনে, সব গেল বিফলে।
স্মৃতি যেন ডায়রির ভাঁজে, চেনা অচেনা মুখ,
চোখের জল আজ তথ্য খোঁজে, ব্যাথা ভরা বুক।
ইচ্ছেগুলো প্রাপ্তি থেকে, কখন বা পরে খসে,
বাঁচার লোভে স্বপ্ন দেখি, বিধাতা হাসে বসে।
বাঁধ সাঁজে রোজ হারের স্মৃতি, লাশ নিয়ে টানা টানি,
ব্যাথার খবর অস্বস্তি কর, জীবন কঠিন জানি।
স্বস্তির ঘুম হারিয়ে গেছে, কান্না টুকুই সাথী,
বুকে কাপন আর্তনাদে, চিৎকার আর আকুতি।
মৃত্যু মিছিল ক্ষণে ক্ষণে, মহামারীর ঐ ভিড়ে,
কফিন বন্দি সাদা কাপড়ে, লাশ এলো ঘরে ফিরে।
অঝোর ধারায় নীরবতারা, নিশ্চুপ চিরতরে,
বিধাতার কাছে অসহায় মোরা,বুঝে উঠি বারে বারে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

গানের সেকাল ও একাল

.... সোমালী বোস

গীত, বাদ্য, নৃত্য করে নিয়ে হল সঙ্গীত। সংগীতে মূল ধারক ও বাহক হল গীত বা গান। ২১ শে জুন হল বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। মন যখন ভারাক্রান্ত তখনও গেয়ে গেয়ে ওঠে, আবার আনন্দিত মনও গেয়ে ওঠে । ভারাক্রান্ত মনে নজরুল কবি বলছেন,

"গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।।
বাণ বেঁধা মোর গানের পাখিরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে"

প্রকৃতির রুপ দর্শনে উল্লসিত কবি গুরু ২ রা জুন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করলেন; হৃদয়ে আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে। শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ, আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যা চেরে "সংগীত বা গান বলতে চিত্ত বিনোদনে সমর্থ্য স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র ও মধুর রচনাকে বোঝায়। গ্রিক মনীষী প্লেটো বলেছেন, Music for soul খাদ্য যেমন দেহের শুধুই ক্ষুদাই মেটায় না, শরীরের ও পুষ্টি সাধন করে, তেমনি আত্মার জন্য প্রয়োজন সঙ্গীত, যা চিত্তকে প্রসারিত করে। সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই রচিত হয়েছে গীত বা গান। গান হল যেন মনের ভাব প্রকাশের এক বিশেষ মাধ্যম। প্রেম-ভালোবাসাই হোক আর দুঃখ বিরহই হোক গান ছাড়া যেন কোন মাধ্যমই নেই যা দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। গীতায় বর্ণিত এক একটি শ্লোক যেন গানেরই অপররুপ । পূর্বের রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্নিত হত কীর্তন বা কবিগানের মাধমে। যাহা ছিল অতন্ত সুমধুর ও অন্তরভেদী। কালচক্রের বিবর্তনে এগুলি এখন প্রায় বিলুপ্ত।

পূর্বে বহুল প্রচলিত ছিল উচাঙ্গ সংগীত। যা রাগ-রাগিনীর মধ্যমে এবং নানান বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে রাজা, মহারাজাও সম্রাটদের সভায় পরিবেশিত হত। এই উচ্চাঙ্গ গীত নানান ঘরানায় প্রসিদ্ধ ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। যদিও অতি সাধারণের কাছে এই উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষ বোধগম্য ছিল না । সেকাল এবং একাল উভম সময়ই উচাঙ্গ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতার কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। একসময় প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষই নিজেই গান রচনা করে সুরারোপ করতে থাকেন। যার ফলে প্রায় সকল রাজ্যেই এবং সকল অঞ্চলেই কিছু বিশেষ গানের প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক সৃষ্টি ও কলা-কুশলী রায়ছেন। যা সত্যিই আমাদের গর্ব, চিরন্তন গর্ব। যাদের সৃষ্টি গানের সেকাল ও একালের বিভেদ যেন মিটিয়ে দিয়েছে। এমনই সৃষ্টি যা।

বিশ্বকবির অনন্য সৃষ্টি, বিদ্রোহী কবির অতুলনীয় অগনিত গান, 'অতুল প্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সবই-চিরকালীন বরেন্য। গুরুদেবের রচিত গান ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদাপ্রাপ্ত। যার সেকাল ও একাল নেই। পশ্চিমবঙ্গের অতুলনীয় সৃষ্টি ভাওয়াইয়া সঙ্গীত, বাউল গান, প্যারীচাঁদ মোহনের রচিত গান সত্যিই একালেও বহুল প্রচলিত। লালন ফকিরের অনবদ্য সুর একালের যুবক যুবতীর কাছেও সমানভাবে সমাদৃত।

এসব ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে এক সময় বহুল প্রচলিত ছিল আধুনিক গান। যা সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হত বেতার অর্থাৎ রেডিওতে। এর জনপ্রিয়তা ছিল কল্পনাতীত। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এই আধুনিক গান বেতারে সম্প্রচারিত হত। যা ষাট,সত্তর ও আশির দশকে সব ঘরে ঘরে, দোকানে, ক্লাবে সকলে মন দিয়ে শুনতো। এইগুলি ছিল প্রতিদিনের মনের খোরাক। ওই গানগুলির সুর এতটাই ছিল শ্রুতিমধুর যার তুলনা চলে না। সত্তর, আশি ও নব্বই-এর দশকে যে গানগুলি চলচ্চিত্রে গাওয়া হয়েছে সেগুলিও আজকের তুলনায় যেন শতাধীক মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশে-মহাদেশে তথ্য নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব কবে, কোথায়, কে প্রথম গান গেয়েছিল। গবেষকরা মনে করেন হাজার হাজার বছর পূর্বে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার সভ্যতার সূত্রপাতের মুহূর্তেই গানের বা সুরের সূত্রপাত। পুরাণ ও ধর্মীয় গ্রন্থানুসারে দেব-দেবীরা তাদের সভায় গান খুবই মনোযোগ সহকারে উপভোগ করতেন। অনেকে মনে করেন সঙ্গীত হল স্বর্গীয় সৃষ্টি। ভগবানের উপহার। তাইতো সকল দেশের দেব-দেবীদের হাতে শোভা পায় নানান বাদযন্ত্র।

সাধারণত সকলের মতামত অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে পুরনো, গান অনেক সুরলা, অনেক ভাব প্রকাশক এবং হৃদয়স্পর্শী। পূর্বে যারা গান লিখতেন, সুর দিতেন বা শিল্পী- যিনি গানগুলি গাইতেন তাঁরা সকলেই অনেক সময় নিয়েই যার যার কাজগুলি সম্পন্ন করতেন। ফলত: এত সুমধুর এক উপভোগ্য, চিরন্তন, অমর গীত জন্মনিত। সময়ের সাথে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আজ আর সেই অমর গীত বা গান জন্ম নেয় না। বর্তমানে, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সেই সময়, সেই ধৈর্য্য সব হারিয়ে গেছে। মানুষ আজ হয়েছে-যান্ত্রিক। যন্ত্রই সৃষ্টি করছে সুর। বেশিরভাগ গানই তৈরী হচ্ছে যন্ত্রের কৃত্রিমতায়। যার পরিণতিতে প্রকৃত মেধা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত গুণী শিল্পীরা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে হয়ত-নতুন তরুণ প্রজন্ম কিছুদিন মেহিত হয়ে থাকছে। কিন্তু সার্বিকভাবে সকল শ্রোতারা নিত্য নতুন গানগুলি উপভোগ করতে পারছেন না। পুরনো ও নতুন গানের উপমা টেনে আনছেন। রোজই নিত্যকার ঘটনা ব্যবহার করে কেউ কেউ গাণ রচনা করেন কিন্তু প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ সুরের মাধুর্য্য নষ্ট করে দেয়। তাই তো বয়ঃজ্যেষ্ঠ জনেরা বলে থাকেন আগের গান সডাঃ মর্মস্পর্শী। বর্তমানের অনেক অভিজ্ঞ শিল্পী আছেন । যারা শুধুই ষাট, সওর, আশির দশকের পুরনো গানই গেয়ে থাকেন।

বর্তমানেও অনেক অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পীরা আছেন। অনেক সময়ই তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনন্য এক গীত সৃষ্টি হয় আজও কিন্তু অনেকেই আবার তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে চটুল গানের অবতরণ করেন ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করতে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা তাই তো বলে থাকেন আজ আর এমন সুর নেই যা দিয়ে 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে'। কোকিলের ডাকে যেমন সুর সৃষ্টি হয় তেমনি কাকের কা কা রবে কোলাহল, যা কিনা গানের সেকাল ও গানের একাল বর্ণনা করে থাকে। পুরনো গান, সেকালের সুমধুর গান যদি সুরের সৃষ্টির ধারক হয়ে থাকে তবে একালের প্রযুক্তি কর্তৃক গান হল সুরের ধ্বংসের বাহক। গান ছাড়া, সুর ছাড়া কেউই আমরা সুস্থ থাকতে পারব না। আর এই সুমধুর সুরেলা সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই সুস্থ সুন্দর সুরের, কথার সৃষ্টি। আর এই কারণেই হয়ত ২১ শে জুন প্রতি বছর বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসেবে পালিত হয় । ১৯৮২ সালে প্রথম ফ্রান্সে এই দিনটি উদযাপিত হয়েছিল। এরপর থেকে সারা বিশ্ব জুড়েই গানকে ভালোবেসে এই দিনটি পালিত হয়ে চলছে।

পরিশেষে বলব নতুন প্রজন্মের শিল্পী-গীতিকার সুরকাররাও আমাদের সেকালের মতো সুন্দর হৃদয়স্পর্শী গান উপহার দেবেন। পুরনো গান রচনায়, সুরারোপে ছিল ধৈর্য্য, সৃষ্টির অকৃত্রিমতা, নিজস্বতা যা কালক্রমে যন্ত্রের ব্যবহারে লোপ পেয়েছে। আশা রাখছি গানপ্রেমীরা, সুরপ্রেমীরা এগুলি সব ফিরিয়ে আনবেন নতুন সৃষ্টির উল্লাসে ।

"এ শুধু গানের দিন
এ লগন গান শোনাবার
এ তিথি শুধু গো দক্ষিণ হাওয়ার" ।
(লেখিকা পেশায় শিক্ষিকা)

১৬২ বার রক্ত দিয়ে নজির অরুপ গুহের

পার্থ নিয়োগী: মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য ভুপেন হাজারিকার কণ্ঠের এই কালজয়ী গানের বাস্তবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ কোচবিহারের সারদা দেবী রোডের অরুপ গুহ। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত পূর্ণেন্দু শেখর গুহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তার বাবা আন্দামানের সেলুলার জেল সহ দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিলেন অনেক বছর। আর সেই বাবার থেকেই হয়তো মানব প্রেমের কথাটা প্রথম শিখেছিলেন তিনি। তাইতো রক্ত নিয়ে সচেতনতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই, পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে জনসচেতনতা গঠনে কোচবিহারে সবার আগে উচ্চারিত হয় অরুপ গুহের নাম। কয়েক বছর হল কোচবিহার পুরসভার থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন পুরো সময়টাই কাটে সমাজসেবায় আসলে সেটাই তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। সম্প্রতি বিশ্ব রক্ত দিবসের দিন তিনি রক্ত দিয়ে এক নজির বললেন জীবনের ১৬২ তম রক্তদান। তার এহেনও কাজ দেখে অনেক মানুষই বলেন অরুপ গুহের কোন তুলনা হয় না। মানব সেবায় তার বিকল্প তিনি নিজেই। নীরবে এভাবেই তিনি কাজ করে যান। তাই এখন কোচবিহারের অনেকের রোল মডেল তিনি।

স্মৃতির হিমালয় যখন বই হয়ে ধরা দেয়

পার্থ নিয়োগী: ভারতীয় সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে হিমালয় এক বিশাল ভূমিকা নিয়ে আছে। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ ও পর্যটকরা তাই বারবার ছুটে যায় হিমালয়ে। প্রাচীনকাল থেকে হিমালয়কে নিয়ে লেখা হয়েছে বহু বই। তবুও আজ হিমালয় রয়ে গেছে অজানা। এই বিশ্বে বহু মানুষ আছে যাদের কাছে পাহাড় ভালো লাগে না। তাই তাদের কাছে হিমালয় থেকে গেছে ব্রাত্য। তবে এর বিপরীতে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে প্রথম দিকে হিমালয় অত ভালো না লাগলেও, পরবর্তী সময়ে সেই হিমালয় হয়ে গিয়েছে তাদের ভালোবাসার অন্যতম প্রধান স্থান। আর সেই ব্যক্তিরা যদি হিমালয়কে নিয়ে বই লেখে তবে সেই বই নিয়ে পাঠকের আগ্রহ একটু হলেও বেশি হবে। কেননা যে হিমালয় তাদের প্রথমদিকে একদমই টানত না। হঠাৎ এমন কি হল যে সেই হিমালয় হয়ে উঠল তাদের ভালোবাসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন ডঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই সৈকতবাবুর সমুদ্র খুব ভালো লাগত। ভারতের প্রায় সব সমুদ্র তট তিনি ভ্রমণ করেছেন। নেহাত বাধ্য হয়ে কয়েকবার পাহাড়ে গিয়েছেন। পাহাড়ের শান্ত পরিবেশ ছিল তার কাছে অপছন্দের। কিন্তু সময় অনেক সময় বদলে দেয় মানুষকে। আর সেটাই হয়েছে সৈকতবাবুর ক্ষেত্রে। আর এই পরিবর্তনের পেছনে তার শ্বশুরমশায় গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ২০০৩ সালে গোরাচাঁদবাবুর মৃত্যুর পর সময়ের

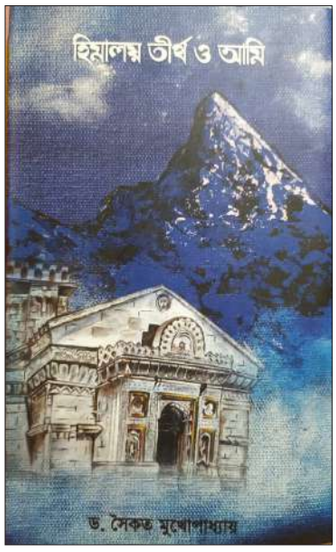

সাথে সৈকতবাবুর অবচেতনেও এক পরিবর্তন এসেছিল যা স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ সৈকতবাবু। ছবি আঁকাও তাঁর অন্যতম ভালোবাসার জায়গা। সেই ছবি আঁকাতেও ক্রমশ সৈকতবাবুর ক্যানভাসে স্থান পেতে লাগল পাহাড়। ক্যানভাস থেকে বাস্তবেও হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে বেড়ালেন তিনি। তার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হল হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা। এরপর চলে এল সেই অতিমারি। সারা বিশ্ব গৃহবন্দি। চারপাশের এই মৃত্যু মিছিল দেখে তিনিও স্বাভাবিকভাবে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ছোটবেলার এক বন্ধু সবসময় সৈকতবাবুকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন সৈকতবাবুর পাহাড়ের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে ফেলার কথা। আর সেখান থেকেই এই বইটির জন্ম। আসলে করোনা অতিমারির সময় মানেই এক অন্ধকারময় সময় নয়। এই অন্ধকারের মাঝেও আলোর পথ দেখাতে হয়েছে অনেক সৃষ্টি। আর তার এক বড় উদাহরণ হল 'হিমালয় তীর্থ ও আমি' বইটি। পাঠকের সুবিধার্থে আলাদা আলাদা করে কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ ও চন্দ্রশিলা, বদ্রীনাথ, কল্পেশ্বর, ধারীমা, বৈষ্ণদেবীকে তিনি অসাধারণ কলমের জাদুতে বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিক যেভাবে ক্যানভাসে তিনি রং তুলি ধরতেন। 'হিমালয় ও আমি' শীর্ষক লেখায় নিজের সাথে হিমালয়ের সম্পর্ক তুলে ধরে বইটিকে যেন আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। হিমালয়ের তীর্থস্থান নিয়ে বইটি হলেও কেবল আধ্যাত্মিক গুরু গম্ভীরভাবে বইটি তুলে না ধরে অনেকটা এডভেঞ্চার স্টাইলে হিমালয়ের তীর্থস্থান বর্ণনার মাধ্যমে এক নতুনত্ব লেখার ভাবনা তুলে ধরেছেন। যার জন্য বইটি পাঠকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তীর্থস্থানের রঙ্গিন অনবদ্য ছবিগুলোও বইটির নাম ও বিষয়বস্তুকে আরও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রচ্ছদ নিজেই করেছেন লেখক। এতে তার সামগ্রিক ভাবনার বিস্তার বইটির উৎকর্ষতাকে তুলে ধরেছে।

কণ্ঠস্বরের উনিশে মে স্মরণ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের অন্যতম বাচিক সংস্থা কণ্ঠস্বরের উদ্যোগে প্রতিবছরের মত এবারও পালন করা হল অসমের শিলচরে উনিশে মে বাংলা ভাষা শহিদদের স্মরণ অনুষ্ঠান। রাজমাতা দীঘি সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান। ভাষা শহিদদের স্মরণের পাশাপাশি "বাংলাভাষার বর্তমান পরিস্থিতি" নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনাও এদিন অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতায় ছিল কণ্ঠস্বরের সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় টাউন ক্লাবের সম্পাদক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। সান্ধ্য এই অনুষ্ঠানের প্রথমে ঢাকার শহিদদের উদ্দেশে পঞ্চপ্রদীপ আর বরাকের এগারো শহিদের উদ্দেশে এগারো প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও আলোচক অমরেন্দ্র বসাক, দেবব্রত চাকি, সজল দে, গৌরাঙ্গ সিনহা প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বোলনের সময় মঞ্চ থেকে ভেসে আসছিল সমবেত সঙ্গীত–মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান ...।

অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারে নিরলস কর্মী বিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রেমী, অমরেন্দ্র বসাককে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মানপত্র রচনা ও পাঠে ছিলেন সাহিত্যিক গৌরাঙ্গ সিনহা। বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অমরেন্দ্র বসাক ও বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অতিথি চম্পক দে। কণ্ঠস্বরের শিল্পীরা কথায়, গানে পরিবেশন করেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস- আধারিত বরাকের মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা- বীর। গানে ছিলেন তন্বী রায়, কিশোর চক্রবর্তী, কাকলি চতুর্বেদী ও অজয় ধর, কথায় অরুণ চক্রবর্তী, শিউলি চক্রবর্তী ও নির্মল দে। অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। স্বরচিত কবিতাপাঠে ছিলেন সজলকুমার দে। অণুগল্প পড়ে শোনান সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মী নীলাদ্রি বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা পড়ে শোনান গৌতম ঘটক। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে হীরেশ দাশ, বিক্রম শীলের ভাষা দিবস কেন্দ্রিক একক ও শ্যামলাল সূত্রধরের একক বাউল সঙ্গীত কণ্ঠস্বরের দ্বাদশবর্ষের সামগ্রিক অনুষ্ঠানটিকে মনোগ্রাহী করে তোলে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় নির্মল দে ছিলেন অতুলনীয়।

আশার আলো তিতাসের সাহিত্য সম্মেলনে

পার্থ নিয়োগী: প্রথম সাহিত্য সম্মেলনেই নজর কাড়ল তিতাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। গত ১ লা জুন বক্সিরহাট থানার হরিপুরের আদরি ভবনে তিতাসের প্রথম বর্ষের সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সূচনা করেন বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়। এই সাহিত্য সম্মেলন মঞ্চ থেকে পদ্মশ্রী ধর্মনারায়ণ বর্মার কন্যা তথা কামতাপুরি ভাষার পত্রিকা রাজহংসীর সম্পাদক তথা ভাওয়াইয়া গানের গীতিকার, সুরকার, কবি মিনতি অধিকারীকে তিতাসের পক্ষ থেকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

কবিতাপাঠ ও আলোচনায় এদিনের সম্মেলন হয়ে ওঠে জমজমাট। আলোচনা ও কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি অজিত অধিকারী, অমৃতা ভট্টাচার্য, মৌটুসী রায়, সংগীতা বর্মা, হবিবুর রহমান, রসিকবিল পত্রিকার সম্পাদক কবি হরিদাস পাল, কবি ও বাচিকশিল্পী অমৃত দেবনাথ, শিক্ষক প্রসন্নকুমার বর্মন প্রমুখ। তিতাসের সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন

জানান, উত্তরবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের একত্রিত করে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান ঘটিয়ে উত্তরের সাহিত্যকে উজ্জীবিত করাই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

মিয়াজাকি আম ফলালেন কোচবিহারের এক দম্পতি

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম মিয়াজাকি। এই আমকে মিয়াজাকি বলা হয় কারণ এটি জাপানের মিয়াজাকি শহরের একটি ফল। এটি বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম, যার গঠন অনন্য এবং এর রং গাঢ় লাল বা বেগুনি। এই আমের দাম ভারতীয় টাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এবার এই আমের দেখা মিলল কোচবিহারে। কোচবিহারের মাটিতে এই মিয়াজাকি আম ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এক দম্পতি। অভিজিৎ সরকার ও রাখি সরকার নামে উত্তর খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা এক দম্পতি নিজের বাড়ির বাগানে বিশ্বের সবচেয়ে দামি মিয়াজাকি আম ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

অভিজিৎবাবু পেশায় পুলিশ আধিকারিক। বর্তমানে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় কর্মরত তিনি। অভিজিৎবাবু ও তাঁর স্ত্রী রাখিদেবী মিলে বাড়িতেই বাগান তৈরি করেছেন। হরেক রকমের গাছ রয়েছে তাদের সেই বাগানে। বিভিন্ন প্রজাতির আমের পাশাপাশি রয়েছে আপেল, আঙুর, স্ট্রবেরি, সবেদা, কমলা, মোসাম্বি, ড্রাগন ফল সহ বহু প্রজাতির ফল ও ফুলের গাছ।

সিকিমে মূকাভিনয় প্রদর্শন কোচবিহার ছায়ানীড়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা: আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অংশ হিসেবে, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, সাংস্কৃতিক বিভাগ, ভারত সরকারের সহযোগিতায়, সিকিমের ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা এবং সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়, সিকিমের মানান ভবনে আয়োজন করছে 'অমৃত যুব কালোৎসব - ২০২৩-২৪'। এই উৎসবে তরুণ শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শন হয়। আমাদের দেশের শিল্প, ঐতিহ্য এবং অভিব্যক্তির বিকাশের জন্য এই উৎসব।

গত ০১ থেকে ০৩ জুন ২০২৩, এই উৎসব চলে। মানান ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও হয় কর্মশালা সিকিম ইউনিভার্সিটি, গ্যাংটকে। এই অমৃত যুব কালোৎসবে, মূকাভিনয় পরিবেশনের আমন্ত্রণ পেয়েছিল কোচবিহার ছায়ানীড়। গত ৩ রা জুন সন্ধ্যায় মানান ভবনে তারা মূকাভিনয় পরিবেশন করে। তাদের অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়।

গৌরী সাহাকে স্মরণ করল তোর্সা তরঙ্গ পত্রিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে সাহিত্য পত্রিকা কৈশোরের প্রয়াত সম্পাদক গৌরী সাহাকে স্মরণ করল তোর্সা তরঙ্গ পত্রিকা গোষ্ঠী। এদিনে গানে কবিতায় তাকে স্মরণ করেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের তথা অসম থেকে আগত কবি, সাহিত্যিকরা। তাকে নিয়ে একটি পত্রিকারও এদিন মোড়ক উন্মোচিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তথা সম্পাদক সুনীল সাহা, সম্পাদক সন্তোষ দে সরকার, প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি, কবি চৈতালি ধরিত্রী কন্যা, সম্পাদক গৌরাঙ্গ সিনহা সাংবাদিক অপূর্ব কুমার বর্মন, ভাওয়াইয়াশিল্পী নূরজাহান, তোর্সা তরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক রত্না সরকার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক বিধান সরকার।

তিন মাস বন্ধ থাকবে ডুয়ার্সের সব জঙ্গল

জলপাইগুড়ি: অন্যান্য জাতীয় উদ্যানের সাথে আজ অর্থাৎ ১৬ ই জুন থেকে পর্যটকদের জন্য ৩ মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল গরুমারা ও চাপরামারী অভয়ারণ্যও। আগামী ৩ মাস পর্যটকরা জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না। মূলত বর্ষার এই সময় বন্য জন্তুরদের প্রজননের সময়। এই সময় যাতে কোনোভাবেই বন্য জন্তুরা বিরক্ত না হয় সেই কারণে প্রতিবছর ১৬ ই জুন থেকে জঙ্গলে প্রবেশ পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন মাস বন্ধ থাকার পর পুজোর আগে ফের একবার খুলবে জঙ্গল। অনেক পর্যটক জঙ্গল বন্ধের খবর না জানার জন্য, বন্ধের দিনে মূর্তি থেকে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের ভিড় ছিল ভালোই। মূর্তি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে আসেন বহু পর্যটক। মূর্তি থেকে চাপরামারী সহ অন্যান্য নজর মিনার যাওয়ার জন্য পর্যটকরা এদিন আসেন। পর্যটন ব্যাবসায়ী শেখ জিয়াউর রহমান বলেন, তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকলেও পর্যটকরা ডুয়ার্সে আসতে পারেন। বর্ষায় ডুয়ার্স আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন অফবিট জায়গাগুলোকে বর্ষায় পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন।

Ericsson-র সাথে চার্জিং কনসোলিডেশন প্রোগ্রাম Vi-এর

শিলিগুড়ি: Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে চার্জিং কনসোলিডেশন প্রোগ্রামটি সফল ভাবে সম্পন্ন করল Vi। এই প্রোগ্রামটিকে সফল করে তুলতে অর্থাৎ তিনটি অনলাইন চার্জিং সলিউশন / ওসিএস কে একটি সিঙ্গল ওসিএস সলিউশনে পরিণত করতে Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে তাদের চার্জিং সলিউশন ব্যবহার করেছে Vi। এই প্রোগ্রামটি বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় সফল ইনস্টলেশনগুলির মধ্যে একটি। এর ফলে ভবিষ্যতে উন্নত প্রোডাক্টের সাথে গ্রাহদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান সহ প্যাকেজিং, বোনাস এবং ডিসকাউন্টের মাধ্যমে খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়ে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে Vi। Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি সফলভাবে মাল্টি-ভেন্ডর নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন এবং আইটি ইন্টিগ্রেশনের জটিলতাগুলিকে নেভিগেট করেছে। যা Vi-এর ব্যবসার কনফিগারেশনের স্ট্রীমলাইনিং-এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। শুধু তাই নয় সমন্বিত চার্জিং এবং ডেটা নীতির জন্য একটি ইউনিফাইড আর্কিটেকচার সলিউশনের সাথে Vi-কে আরও দক্ষতার সাথে দ্রুত নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ ও ডিজিটাল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে ব্যবসার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। উল্লখ্য, Ericsson-র সাথে নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশনের এই আর্কিটেকচার সেটআপ শুধুমাত্র Vi-এর ক্রিয়াকলাপকেই সহজ করে না বরং গ্রাহকের অভিজ্ঞতাকেও আরও উন্নত করে তোলে।

ধান ও চায়ের জন্য বিএএসএফ লঞ্চ করল দুটি নতুন হার্বিসাইড

কলকাতা/শিলিগুড়ি: ভারতে ধান ও চা চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের কাছে অন্যতম প্রধান সমস্যা আগাছা। আগাছার জন্য উচ্চমানের কৃষি-উৎপাদন ব্যহত হয়। এবার বিএএসএফ ধান ও চা চাষীদের সুবিধার জন্য লঞ্চ করল দুটি নতুন আগাছানাশক (হার্বিসাইড) – ফ্যাসেট ও ডুভেলন।

ফ্যাসেট তৈরি করা হয়েছে ধানক্ষেতে ব্যবহারের জন্য, আর ডুভেলন চা-বাগানে ব্যবহারের জন্য। এগুলির দ্বারা কৃষকরা সহজেই আগাছা দমন করতে পারবেন। ফ্যাসেটে রয়েছে বিএএসএফ-এর উপাদান কুইনক্লোরাক, এবং ডুভেলনে আছে কিক্সর অ্যাক্টিভ।

বিজনেস ডিরেক্টর, এগ্রিকালচারাল সলিউশনস, সাউথ এশিয়া, রাজেন্দ্র ভেলাগালা জানান, তারা ভারতের কৃষকদের জন্য দুইটি নতুন উদ্ভাবনী হার্বিসাইড আনতে পেরে আনন্দিত। ফ্যাসেট ধানের জন্য ও ডুভেলন চায়ের জন্য। আগাছা দমনে এগুলি কৃষকদের সাহায্য করবে। এই আগাছানাশকগুলি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

ভারতে প্রথম পারসোনালাইজড ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ আনল ডেটল

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত জীবাণু সুরক্ষা ব্র্যান্ড ডেটল তার নতুন ক্যাম্পেন চালু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল #DettolProtectsTomorrow। মায়েরা সবসময়ই চান তাদের সন্তানদের জন্য একটি উন্নত এবং নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে। সেই কথা মাথায় রেখেই ডেটল এনেছে পারসোনালাইজড ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ। যা ভারতে প্রথম। উল্লেখ্য, এখন থেকে গ্রাহকরা নিজেরাই ডেটলের এই ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ তৈরি করতে পারবেন।

বেটার ইন্ডিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডেটল ফোমিং-এর মাধ্যমে শিশুদের হ্যান্ডওয়াশের সুরক্ষা প্রদান করতে একটি ভিডিও-র মাধ্যমে ক্যাম্পেনটি চালু করা হয়েছিল। দেশব্যাপী ২০টি বাচ্চাদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প এই ক্যাম্পেনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ডেটল ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ অন্যান্য হ্যান্ডওয়াশের থেকে ১০ গুণ ভাল জীবাণু সুরক্ষা প্রদান করে। ডেটল ফোমিং হ্যান্ডওয়াশের পারসোনালাইজড প্যাকেজিংয়ে বাচ্চাদের ছবি এবং গল্প থাকবে।

ICICI-র নতুন ঋণ তহবিল প্রু কনস্ট্যান্ট ম্যাচিউরিটি ফান্ড

শিলিগুড়ি: ICICI প্রু কনস্ট্যান্ট ম্যাচিউরিটি ফান্ড নামে একটি ঋণ তহবিল চালু করেছে ICICI প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এই তহবিলের মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের বিনিয়োগের জন্য উচ্চ সুদের হার লক-ইন করতে পারবেন। যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তৈরি করতে এবং আর্থিক লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য করবে। আইসিআইসিআই প্রু কনস্ট্যান্ট ম্যাচুরিটি ফান্ডটি হল- ঋণ এবং এবং সুদের হারের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক তৈরি করে। যার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ফর্মুলা অনুসারে সুদের হার কমে গেলে গ্রাহকদের উপর থেকে ঋণের বোঝাও অনেকটা কমে যায়। ফলে ব্যবসা বা অন্য যে সব ক্ষেত্রে গ্রাহকরা বিনিয়োগ করেছিলেন তারা ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন। ICICI-র ফ্ল্যাগশিপ ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান ULIP-এর সাথে গ্রাহকরা এই প্রু কনস্ট্যান্ট ম্যাচিউরিটি ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এই ফান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে ULIPs গ্রাহকরা জীবন কভারের একটি বিশেষ সুবিধা সহ দীর্ঘমেয়াদে সম্পদও তৈরি করার সুযোগ পাবেন।

কলকাতার পরিবহন পরিকাঠামোকে হাইলাইট করেছে Vestian

কলকাতা: নেতৃস্থানীয় গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট সলিউশন প্রোভাইডার সম্প্রতি কলকাতার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপর 'impact and future outlook'নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। Vestian-এর এই রিপোর্টে বন্দর, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সড়ক যোগাযোগ সহ আসন্ন প্রকল্পগুলিকে হাইলাইট করা হয়েছে। যা কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করে তুলবে।

বলাবাহুল্য, Vestian-এর এই রিপোর্টটি শহরের পরিবহন পরিকাঠামো, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যবান কিছু বিষয় তুলে ধরেছে। Vestian-এর এই রিপোর্ট নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ যারা কলকাতার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ওপর বিনিয়োগ করতে চান।

Vestian-এর রিপোর্ট অনুসারে- কলকাতা, হলদিয়া এবং কলকাতা ডক সিস্টেমের বন্দরগুলি একযোগে এপ্রিল ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২৩ এর মধ্যে ১০৮ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্গো হ্যান্ডল করায় দেশে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কলকাতা প্রায় ১,০০০টি রেজিস্ট্রারড ইনড্রাস্ট্রি আছে। যা কলকাতার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Vestian-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে কলকাতা শহরের ১৬০০ কিমি-র রেল পরিষেবা ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম সিটি রেল পরিষেবা।

রূপান্তরকারী মায়েদের জার্নিকে কুর্নিশ জানায় মাদার ইন্ডিয়া

কলকাতা: ১৪ মে থেকে Era Clicks এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে টিভি সিরিজ মাদার ইন্ডিয়া। ভারতীয় মায়েদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজে তাদের অমূল্য অবদান উদযাপন করার লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী উদ্যোগ নিয়েছে Era Clicks। মাদারস ডে উপলক্ষে ১৪ মে দুবাইস্থিত বুর্জ খলিফার আরমানি হোটেলে টিভি সিরিজ মাদার ইন্ডিয়ার মাদার ইন্ডিয়া গ্র্যান্ড লঞ্চ হয়। উল্লেখ্য, মাদার ইন্ডিয়া লঞ্চ ইভেন্টটি ঠিক তখন উপস্থিত অতিথিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে রূপান্তরকারী মায়েদের কঠিন জার্নিকে তুলে ধরা হয়।

বলাবাহুল্য, লঞ্চেই মাদার ইন্ডিয়া সিরিজটি দুর্দান্ত সফলতা লাভ করে। ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং প্রতিনিধি ছাড়াও এই গ্র্যান্ড লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাবিহা শেখ, ললিত রাজ পন্ডিত, সালেহ শওয়াল আল ইয়ামি এবং মিস্টার ড্যান লুন্ডকভিস্ট সহ সম্মানিত প্রতিনিধিরা।

সমাজে মায়েদের অমূল্য ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে Era Clicks-এই মাদার ইন্ডিয়া টিভি সিরিজটি ডিজাইন করেছে। যার লক্ষ্য মায়েদের বহুমুখী দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা। বলাবাহুল্য, এই প্রোগ্রামটির লক্ষ হল- মাদার ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস প্রদানের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী মায়েদের স্বীকৃতি দেওয়া।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীর পড়ুয়ারা গুরুশালা সামার ক্যাম্পে যোগ দিতে পারবে

শিলিগুড়ি: গ্রীষ্মের ছুটি হল সেই সময় যখন দেশের ২৫ কোটিরও বেশি পড়ুয়ারা হোমওয়ার্ক এবং পরীক্ষা থেকে মুক্তি পায়। এই ছুটিকে কাজে লাগিয়ে পড়ুয়াদের একঘেয়েমি রুটিন থেকে মুক্তি দিতে বিনা খরচে দুই মাসের জন্য 'গুরুশালা সামার ক্যাম্প ২০২৩' শুরু করেছে Vi ফাউন্ডেশন।

ক্যাম্প চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীর পড়ুয়ারা সপ্তাহের তিন দিন সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

দেশব্যাপী 4WD ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হবে 4x4 X-Pedition

কলকাতা: 'Great4x4 X-Pedition' শুরু করতে চলেছে Toyota Kirloskar Motor / TKM। যা এক্সপেরিয়েনশিয়াল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ভারতে এই প্রথম। চারটি আঞ্চলিক স্তর তথা - উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতে চলতি বছরেই 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল 4x4 এক্স-পিডিশন'-এর আয়োজন করতে চলেছে TKM। রোমাঞ্চকর অফ-রোডিং অভিজ্ঞতা প্রদানের কথা মাথায় রেখে দেশব্যাপী 4x4 SUV সম্প্রদায়কে একে অপরের সাথে যুক্ত করার জন্য এই এক্স-পিডিশন ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রতিটি জোনাল ইভেন্টে SUV-এর একটি কনভয় থাকবে। যার মধ্যে থাকবে হিলাক্স, ফরচুনার 4x4, LC300 এবং Hyryder AWD (অল হুইল ড্রাইভ)। এক্সট্রিম অফ-রোডিং ড্রাইভিং-এর জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং অবস্ট্রাকেলস তথা কভারিং আর্টিকুলেশন, সাইড ইন ক্লাইনস, র‍্যাম্বলার, ডীপ ডিচ, স্লাশ, রকি বেড ও আরও অনেক কিছুর সমন্বয় একটি 4WD ট্র্যাক তৈরি করেছে TKM।। বলাবাহুল্য, টয়োটার এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টটি অন এবং অফ-রোড উভয় ক্ষেত্রেই কিউরেটেড ড্রাইভের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

জিও-বিপি'র অ্যাক্টিভ টেকনোলিযুক্ত নতুন ডিজেল

শিলিগুড়ি: জিও-বিপি লঞ্চ করল অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত নতুন ডিজেল, যা ভারতে ডিজেলের গ্রহণীয় মান বৃদ্ধি করবে। নতুন লঞ্চ হওয়া অ্যাডিটিভাইজড ডিজেল পাওয়া যাবে দেশে কোম্পানির নেটওয়ার্ক জুড়ে এবং তা উন্নীত ফুয়েল ইকোনমির কারণে বছরে গাড়িপ্রতি ১.১ লক্ষ টাকা অবধি সাশ্রয় করবে। এই হাই-পারফর্ম্যান্স ডিজেল পাওয়া যাবে সকল জিও-বিপি আউটলেটে, কোনও বাড়তি মূল্য ব্যতিরেকেই।

জিও-বিপি আউটলেটের অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে জমে থাকা ময়লা সরিয়ে ফেলে ও ময়লা জমতে বাধা দেয়, ফলে রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস পায়। কমার্সিয়াল ভেহিকেলে কার্যকর এই ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তিবৃদ্ধি করে ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস-সহ নানাভাবে ড্রাইভার ও ফ্লিট-ওনারদের সহায়তা প্রদান করে।

জিও-বিপি'র অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত ডিজেল ভারতের ভেহিকেলগুলির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইঞ্জিনের ময়লা দূর করে ও ইঞ্জিনকে পরিষ্কার রাখে।

নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনের দাম শুরু ৭৯৯৯ টাকা থেকে

মুম্বই: এইচএমডি গ্লোবাল নিয়ে এলো নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোন। এই সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্টফোনটি খুবই শক্তপোক্ত গড়নের। প্রতিযোগিতাকে পিছনে ফেলে দেওয়া এই ফোনে রয়েছে ড্রপ প্রোটেকশন বৈশিষ্ট্য। নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনে রয়েছে ৩দিনের ব্যাটারি লাইফ, ডুয়াল ১৩এমপি রিয়ার ও ৮এমপি সেলফি ক্যামেরা, অক্টা-কোর প্রসেসর ও অ্যান্ড্রয়েড ১৩ (গো এডিশন)।

এইচএমডি গ্লোবালের 'হেড অব প্রোডাক্ট মার্কেটিং' অ্যাডাম ফার্গুসন জানান, নোকিয়া সি সিরিজ সবসময়েই হাজির হয়েছে এক বিশ্বস্ত ও সাশ্রয়ী স্মার্টফোন হিসেবে। সি২২ এর ব্যতিক্রম নয়। এটি চলবে বেশিদিন কারণ এতে রয়েছে ড্রপ প্রোটেকশন ব্যবস্থা।

ফ্রি-ফল টেস্টে উত্তীর্ণ নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনে রয়েছে আইপি৫২ স্প্ল্যাশ ও ডাস্ট প্রোটেকশন, টাফেন্ড ২.৫ডি ডিসপ্লে গ্লাস, ৬.৫'' এইচডি+ ডিসপ্লে, পলিকার্বোনেট ইউনিবডি ডিজাইনে মজবুত মেটাল চেসিস, একবছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ব্লটওয়ের-মুক্ত ওএস, ফেস আনলক ও রিয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। ইন-বক্স অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে রয়েছে ইউএসবি-সি সহ চার্জার ও সুরক্ষার জন্য ক্লিয়ার কেস।

ভারতে নোকিয়া সি২২ পাওয়া যাচ্ছে চারকোল, স্যান্ড ও পার্পল কলারে। এই ফোনের দাম শুরু ৭৯৯৯ টাকা থেকে। ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে ৪জিবি (২জিবি+ ২জিবি ভার্চুয়াল র‍্যাম) ও ৬জিবি (৪জিবি+ ২জিবি ভার্চুয়াল র‍্যাম) ভার্সনে, সঙ্গে রয়েছে ৬৪জিবি স্টোরেজ কনফিগারেশন (২৫৬জিবি অতিরিক্ত মেমোরির সুবিধা-সহ)।

সাত বছর ধরে আমেরিকান ট্যুরিস্টার TVC-র বৈশিষ্ট্য অফ বিট ক্যাম্পেন

কলকাতা: নতুন ক্যাম্পেন, "বর্ন টু ক্রস বাউন্ডারি" লঞ্চ করল আমেরিকান ট্যুরিস্টার। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বিরাট কোহলির সাথে জুটি বেঁধে সাত বছর ধরে সফলতার সাথে অফ বিট প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকান ট্যুরিস্টার। সেই ধারা অব্যাহত রাখতে আমেরিকান ট্যুরিস্টারের নতুন ক্যাম্পনটি বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে ভ্রমণকারীদের দুঃসাহসিক দিকটি প্রকাশ করতে উত্সাহিত করে।

আমেরিকান ট্যুরিস্টারের "বর্ন টু ক্রস বাউন্ডারি" ক্যাম্পেনটি দর্শকদের এমন একটি যাত্রায় নিয়ে যায় যা তাদের গতানুগতিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে। ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক TVC/ টেলিভিশন কমার্শিয়ালটিতে বিশাল পাহাড়, মহাসাগর সহ রয়েছে সাংস্কৃতির নতুন চ্যালেঞ্জ। এই নতুন প্রচারাভিযানটির মুল বক্তব্য হল জীবন খুব ছোট তাই সুযোগ পেলেই স্বাচ্ছন্দের বেড়া ভেঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন। তাই আমেরিকান ট্যুরিস্টারের এই নতুন ক্যাম্পেনটিতে কখনো বিরাট কোহলি ব্রিজ থেকে বাঞ্জি জাম্পিং করতে দেখা গেছে, কখনও তিনি দক্ষতার সাথে আলপাইন হর্ন বাজাচ্ছেন আবার কখনবা স্কটিশ পোশাক পরে বরফ ঠান্ডা জলে ডুব দিচ্ছেন এবং সব পরিস্থিতিতেই তিনি আমেরিকান ট্যুরিস্টারে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ বহন করছেন। যা সব পরিস্থিতিতেই সুরক্ষিত।

অ্যামওয়ের আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন ™ নিয়ে এসেছে তারুণ্যময় ত্বকের জন্য হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ

শিলিগুড়ি: ত্বকের জন্য পুষ্টি উপাদান প্রদানের নিজস্ব দর্শনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে এসে, দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি, অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া এক বিশেষ স্কিনকেয়ার রেঞ্জ বাজারে আনল যা সবার চাহিদা পূরণ করবে। আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন™ এর ব্যালেন্সিং ও হাইড্রেটিং রেঞ্জ বিভিন্ন উপকরণের স্বতন্ত্র মিশ্রণে তৈরি হয়েছে যা ত্বকে সমতা আনে ও তাকে আর্দ্র বানায়, ফলে ত্বক হয় সতেজ ও তারুণ্যময়। নিউট্রিলাইট™ ফার্ম থেকে নেওয়া উদ্ভিজ্জ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এই হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ ক্লিনিকালি পরীক্ষিত ভিগান স্কিনকেয়ার সামগ্রী, এগুলি প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করা হয় না এবং এতে প্যারাবেন, থ্যালেট, সালফেট সার্ফেক্ট্যান্ট বা প্রাণীজ উপকরণ থাকে না। অত্যাধুনিক স্কিন সায়েন্সের মাধ্যমে তৈরি হওয়া এই রেঞ্জগুলিতে বিশেষ স্কিনকেয়ার কমপ্লেক্সের শক্তি রয়েছে যা ত্বকের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে 350% উন্নত করে, ফলে বয়সের লক্ষণগুলি দেরীতে দেখা দেয়।

নতুন স্কিনকেয়ার রেঞ্জের বিষয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও অজয় খান্না বলেন, "ভারতে এক বৃহৎ ও প্রগতিশীল তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, মোট জনসংখ্যার 65% মানুষই বর্তমানে যুব প্রজন্মের। এই ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের মধ্যে স্কিনকেয়ার এক উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করছে, যেখানে 87% মানুষ ত্বকের স্বাস্থ্যের উপর জোর দিচ্ছেন। তবে তা সত্ত্বেও 43% তরুণ-তরুণী শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় ও 42% তরুণ-তরুণী অয়েলি ত্বকের সমস্যায় ভোগেন যারা স্বাস্থ্যকর ত্বক পাওয়ার সঠিক সমাধান খুঁজতে থাকেন। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে এবং নিউট্রিলাইটের 90 বছরের উন্নত ফলাফলের সাথে আমাদের আন্তর্জাতিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, নিয়ে এসেছি আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন, এর দ্বিতীয় পর্যায়, হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জের সাতটি প্রোডাক্ট, যাতে আছে আমাদের নিউট্রিলাইট ফার্মের শক্তিশালী উদ্ভিজ্জ উপাদান, যা তরুণ প্রজন্ম ও সবমিলিয়ে ক্রেতাদের ত্বক সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বর্তমানে 30% পুরুষ তাদের স্কিনকেয়ার রুটিন আরও বিস্তারিত করতে চান এবং নতুন প্রোডাক্ট ব্যবহার করে দেখতে চান। এই সংখ্যাগুলি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের রেঞ্জকে আরও প্রসারিত করার ও নতুন নতুন দিক খুঁজে দেখার সুযোগ আমরা পাই। নতুন হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ আমাদের আগের অ্যান্টি-এজিং রেঞ্জকে পূর্ণতা দেয়, সমস্ত বয়স ও লিঙ্গের মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন ™ পূরণ করতে সক্ষম হয়।"

আমন্ডস হোক মাতৃদিবসের পুষ্টিকর উপহার

কলকাতা: এবছরের মাতৃ-দিবসে (মাদার্স ডে) উপহার হিসেবে মায়েদের আমন্ডস দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতেই পারে। আমন্ডস শুধু সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর তা-ই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও আমন্ডস উপকারী।

ভারতে বহুকাল ধরেই আমন্ড তার স্বাস্থ্যসম্মত উপাদানের জন্য পরিচিত ও প্রচলিত। এতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা আমন্ডসকে সুষম খাদ্যরূপে পরিচিত করেছে, আর সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত মায়েদের জন্য সুচিন্তিত উপহার হিসেবেও চিহ্নিত করেছে। আমন্ডস নানাভাবে উপকারী – ডায়াবিটিস ও ওয়েট ম্যানেজমেন্ট থেকে ত্বকের সুস্থতার জন্যও।

ব্যস্ত মায়েদের জন্য সহজ ও সন্তোষজনক স্ন্যাক অপশন হল আমন্ডস। সহজে বহনযোগ্য আমন্ডস এমনিও খাওয়া যায়, আবার যেকোনও খাবারে মেশানোও যায়। খাবারকে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর করে তোলার ব্যাপারে আমন্ডসের জুড়ি মেলা ভার। আমন্ডস হল প্ল্যান্ট-বেসড প্রোটিনের স্বাভাবিক উৎস। মাদার্স ডে'র উপহার হিসেবে আমন্ডস এক সুচিন্তিত ও অভিনব উপহার।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান, ফিটনেস অ্যান্ড সেলিব্রিটি ইনস্ট্রাক্টর ইয়াসমিন করাচিওয়ালা, ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিওনাল হেড-ডায়াটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দার, শীলা কৃষ্ণস্বামী (নিউট্রিশন অ্যান্ড ওয়েলনেস কনসাল্টেন্ট), ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড হেলথ কোচ নেহা রাংলানি, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নিশা গনেশ, দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী প্রণীথা সুভাষ, কসমেটোলজিস্ট অ্যান্ড স্কিন এক্সপার্ট ডাঃ গীতিকা মিত্তাল গুপ্তা ও জনপ্রিয় শেফ সারাংশ গয়লা – এঁরা সকলেই আমন্ডসের স্বাস্থ্যকর গুণাবলীর উল্লেখ করে মাতৃদিবসের উপহার হিসাবে বিবেচনা করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন।

১৬০ কোটির স্কলারশিপ দেবে ফিজিক্সওয়ালা

মালদা: ভারতের অগ্রণী এড-টেক প্লাটফর্ম ফিজিক্সওয়ালা (পিডব্লিউ) তাদের দ্বিতীয় 'স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট' (স্যাট) লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। পিডব্লিউ স্যাট-এর মাধ্যমে জেইই/এনইইটি পরীক্ষায় আগ্রহী মেধাবী অষ্টম থেকে দশম মানের শিক্ষার্থীরা ৯০% স্কলারশিপের সুযোগ পাবে, যার দ্বারা বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর কাছ থেকে উচ্চমানের কোচিং ও গাইডেন্স পাওয়া যাবে।

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে উচ্চমানের অফলাইন এডুকেশনের সুযোগ পেতে পারে সেজন্য ফিজিক্সওয়ালা ১৬০ কোটির স্কলারশিপ দেবে। পরবর্তী পিডব্লিউ স্যাট হবে প্রতিদিন অনলাইনে ১৪ মে পর্যন্ত এবং অফলাইনে ৭ মে ও ১৪ মে। শিক্ষার্থীরা অনলাইন টেস্ট দিতে পারবে পিডব্লিউ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে এবং অফলাইনের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রগুলিতে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ফিজিক্সওয়ালা ১০০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ প্রদান করেছে। যেসব রাজ্যে পিডব্লিউ স্যাট অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে বিহার, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট, ইউপি, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, এমপি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, আসাম, উত্তরাখন্ড এবং ছত্তিশগড়।

ফিজিক্সওয়ালার ফাউন্ডার ও সিইও অলখ পান্ডে বলেন, পিডব্লিউ স্যাট হল ভারতের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার এক প্রচেষ্টা। এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামে যত বেশি সম্ভব শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের সামনে অনলাইন বা অফলাইন পরীক্ষা পদ্ধতির যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের 'সময়ের স্মৃতিমালা'

মুম্বই: রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ (আরএসবিএসএল) শর্ট ফিল্মস রিলিজ করল তাদের নবতম স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'সময়ের স্মৃতিমালা'। ৩৫ মিনিটের এই ছবিটির পরিচালক গৌতম ঘোষ। লকডাউনের দিনগুলির অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি ধরা পড়েছে এই ছবিতে। এতে অভিনয় করেছেন সুমন মুখোপাধ্যায় ও গার্গী রায়চৌধুরী। ছবিটির প্রিমিয়ার শো হবে শুধুমাত্র রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস হয়ে উঠেছে ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের 'ডেস্টিনেশন'। এই প্লাটফর্মে দর্শকরা ভাল ভাল ছবি দেখার সুযোগ পান। 'ওরিজিনালিটি' ও 'ক্রিয়েটিভিটি' সম্পন্ন বলিউড স্টোরিটেলারদের সঙ্গে এই প্লাটফর্মের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস প্রতিশ্রুতিবান ও প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্মের রূপ নিয়েছে যেখান থেকে দর্শকদের বিশ্বমানের কাহিনী পরিবেশন করা সম্ভব হচ্ছে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস বেশকিছু ভাল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি রিলিজ করেছে যেগুলিতে যুক্ত রয়েছেন নামী শিল্পী ও পরিচালকগণ। এরকম কয়েকটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হল অহল্যা, চাটনি, দেবী ও অনুকূল। এইধরণের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস হল দিকনির্দেশক।

অতিরিক্ত ৫ মিলিয়ন ইউএসডি সংগ্রহ করল অ্যাডভেন্টাম স্টুডেন্ট লিভিং

শিলিগুড়ি/কলকাতা: অগ্রণী 'স্টাডি-অ্যাব্রড প্লাটফর্ম' এএসএল (অ্যাডভেন্টাম স্টুডেন্ট লিভিং) তাদের নতুন বিনিয়োগকারী কর্নারস্টোন ভেঞ্চার্স ও অন্যান্য বর্তমান বিনিয়োগকারীদের নেতৃত্বে ব্রিজ ইকুইটি রাউন্ডে সংগ্রহ করল অতিরিক্ত ৫ মিলিয়ন ইউএসডি। এই অর্থ ব্যবহৃত হবে প্রস্তাবিত ২০ মিলিয়ন ইউএসডি'র সিরিজ বি রাউন্ডের সঙ্গে যোগসূত্রের জন্য। উল্লেখ্য, এএসএল-এর অধীনস্ত ব্র্যান্ডগুলি হল ইউনিঅ্যাকো (UniAcco), ইউনিক্রেডস (UniCreds) ও ইউনিস্কলার্স (UniScholars)।

এএসএল হল একটি স্টুডেন্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম, যা ডিজিটাল-ফার্স্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের 'অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাকোমোডেশন অবধি' (application-to-accommodation) সহায়তা প্রদান করে। এপর্যন্ত, এএসএল ৫০০কে'রও বেশি শিক্ষার্থীকে সহায়তা জুগিয়েছে।

ইউনিঅ্যাকো, ইউনিক্রেডস ও ইউনিস্কলার্স ব্র্যান্ডের হোল্ডিং কোম্পানি এএসএল জানাচ্ছে, তারা সংগৃহিত অর্থ ব্যবহার করবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানের প্রসার ঘটাতে এবং 'অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাকোমোডেশন অবধি' সম্পূর্ণ 'স্টুডেন্ট লাইফসাইকেল' নিয়ন্ত্রণের কাজে তাদের প্রোডাক্ট সুইট (product suite) উন্নয়নের জন্য। এছাড়াও বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যয়িত হবে এএসএল-এর অবস্থান মজবুত করতে এবং ইউকে, ইইউ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউএসএ ইত্যাদি দেশে 'ডীপার পার্টনারশিপ' গড়ে তোলার কাজে।

ক্লিয়ারট্রিপ-এর হোটেল ব্যবসা মজবুত হচ্ছে

কলকাতা: হোটেল ব্যবসা বৃদ্ধি ও লাক্সারি ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স প্রদানের লক্ষ্যে ফ্লিপকার্টের কোম্পানি 'ক্লিয়ারট্রিপ' চালু করল 'প্রিমিয়াম গেটঅ্যাওয়েজ'। বর্তমানে এই সার্ভিস আরম্ভ হচ্ছে ২৫টি স্থানের ৪০টিরও বেশি হোটেলের সঙ্গে পার্টনারশিপে। আগামী ৬ মাসে প্রধান প্রধান ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলিতে ৫০০টিরও বেশি হোটেলকে এর আওতায় আনা হবে।

ক্লিয়ারট্রিপের হোটেল অফারিংস এমন যে ভ্রমণার্থীরা বুকিংয়ের আগে সবকিছু ভালভাবে জেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, যেমন 'ট্রান্সপারেন্ট প্রাইসিং', প্রাপ্তব্য সুযোগ-সুবিধার তথ্য, 'এক্সপান্সিভ প্রপার্টি ভিস্যুয়ালস' ও কাস্টমার রিভিউ।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড – বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল ফান্ড

শিলিগুড়ি: ফ্লেক্সি - ক্যাপ ফান্ডগুলি হল ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড যা মোট সম্পদের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ বিভিন্ন কোম্পানির লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ বা স্মল-ক্যাপ ফান্ডের ইকুইটি অ্যাসেটে বিনিয়োগ করে। ১৯৯২ সালে লঞ্চ হওয়া ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল নিজস্ব ক্যাটাগরির অন্যতম পুরাতন ফান্ড। পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে এর দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এই ফান্ডের কর্পাস ২৪,২৩৭ কোটি টাকারও বেশি এবং এই ফান্ড ১৮.৫৫ লক্ষেরও অধিক বিনিয়োগকারীর আস্থাভাজন (৩০ এপ্রিল ২০২৩ অবধি)। ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষ থেকে আনা এই অফার লং-টার্ম ইনভেস্টরদের উপযোগী, যারা এমন একটি ফান্ডের সন্ধানে রয়েছেন যা ফলপ্রসূ 'কোয়ালিটি বিজনেসেস'-এ বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইকনোমিক ভ্যালু' সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর – কোয়ালিটি, গ্রোথ ও ভ্যালুয়েশন। এর পোর্টফোলিও স্ট্রাটেজির অভিমুখ এমন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলির দিকে থাকে যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত।

বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল এই ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের 'টপ ১০' হোল্ডিং কোম্পানিগুলি হল: মাইন্ডট্রি লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, ইনফোসিস লিমিটেড, অ্যাভেন্যু সুপারমার্টস লিমিটেড, এইচডিএফসি লিমিটেড, ইনফো-এজ লিমিটেড, ও কোফোর্জ লিমিটেড। ৩০ এপ্রিল ২০২৩ অবধি এগুলিতে পোর্টফোলিওর কর্পাস প্রায় ৪৪ শতাংশ।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য উপযুক্ত যারা গুণমানসম্পন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের কোর ইকুইটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে চাইছেন ও দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে 'ক্যাপিটাল গ্রোথ' সন্ধান করছেন। লং-টার্ম ফিনান্সিয়াল গোল অর্জনের জন্য ৫ থেকে ৭ বছরের মেয়াদে আগ্রহী মডারেট রিস্ক-প্রোফাইলের ইনভেস্টরগণ ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড বিনিয়োগের জন্য বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

৬ ফুটবলারকে ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করল ডিএসএ

পার্থ নিয়োগী: শৃঙ্খলার সাথে কোন আপস করবে না কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা তা নিজেদের কড়া অবস্থানের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিল। সম্প্রতি কোচবিহার জেলা ফুটবল লিগে মাঠে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য তিন দলের মোট ৬ জন ফুটবলারকে দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড করল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সাসপেন্ড হওয়া ফুটবলারদের মধ্যে ৩ জন হল কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের এবং বাকি ২ জন হল দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমির ও ১ জন দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার। কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৩ জন হলেন অবিনাশ ছেত্রী, প্রদীপ্ত বিশ্বাস, কার্তিক রাম। ৩১ মে কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ম্যাচের শেষে মাঠে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। দিনহাটার ফুটবলারদের মারধোর করার অভিযোগ ওঠে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফুটবলার ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় দিনহাটার কয়জন ফুটবলারকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়। সেদিনই জেলা ক্রীড়া সংস্থায় লিখিত অভিযোগ জানায় দিনহাটার ফুটবলাররা। আর এই লিখিত অভিযোগের বিরুদ্ধে ১ লা জুন সন্ধ্যায় বৈঠক হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার। আর এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অবিনাশ ছেত্রী, প্রদীপ্ত বিশ্বাস, কার্তিক রামকে ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করার। অন্যদিকে গত ২ জুন জেলা ফুটবল লিগের খেলায় দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমির দুই ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখায় রেফারি। আর অভিযোগ ওঠে লাল কার্ড দেখার পর দিশার ওই ২ ফুটবলার সোমনাথ রায় ও বুলবুল হোসেন রেফারিকে গালিগালাজ করে। আর এই গালিগালাজের কারণে ৩ রা জুন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে এই দুই ফুটবলারকে ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। সেইসাথে এদিন কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাথে ম্যাচ শেষে গন্ডগোলের জন্য দিনহাটার রাজীব আহমেদকেও ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। তবে খেলার মাঠে এই ধরনের অশান্তিকে ভালোভাবে দেখছে না কোচবিহারের ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা। তাদের কথা এরকম হলে জেলার ফুটবলের উন্নতি ব্যাহত হবে।

১ লা জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগের খেলার ফলাফল

২ জুন- শান্তিকুটির ক্লাব- ১ দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমি- ১
৪৩ মিনিটে দিশার দুই ফুটবলার লাল কার্ড দেখার পর তারা খেলতে অস্বীকার করে মাঠ থেকে বের হয়ে যায়।
৩ জুন- কোতোয়ালি পুলিশ বিক্রিয়ায়েশন ক্লাব-৯
ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার-১
৫ জুন- দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমি-
২ মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ২
৬ জুন- দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা খেলতে না আসায় ভানু দয়াল মিশন ফুটবল একাডেমিকে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়
৭ জুন- ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। ৩৪ মিনিটের মাথায় রেফারি মাথাভাঙ্গার বিরুদ্ধে পেনাল্টি দেন রেফারির এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে খেলা বন্ধ করে মাঠেই বসে থাকে মাথাভাঙ্গার প্লেয়াররা নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর রেফারি খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু অস্বীকার করে তাই প্রতিপক্ষ গাড়োপাড়া আদিবাসী সংঘকে এদিন পয়েন্ট দেওয়া হয়।
৮ জুন- তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৩
দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল একাডেমি- ২
৯ জুন- কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়াসন ক্লাব-
৯ পাটাকুড়া রানীবাগান ক্লাব- ১
১০ জুন- তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ৪
শান্তি কুটির ক্লাব ও পাঠাগার- ০
১১ জুন- কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রেশন ক্লাব- ১
ভারতী সংঘ ও পাঠাগার১
১২ জুন- মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ১
শান্তি কুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার-০
১৩ জুন- ভানু দয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি- ৩
ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার- ১
১৪ জুন- প্রভাতী ক্লাব- ২ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ২

ফুটবল লিগে হ্যাটট্রিক সুদীপের

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৩ দলীয় মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে এ মরশুমের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকটি হল গত ৩ রা জুনের ম্যাচে। এদিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার। এদিনের খেলায় কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৯-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নার দলকে পরাজিত করে। এদিন কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সুদীপ দাস হ্যাটট্রিক করেন। এটা ছিল এবারের লিগে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। উল্লেখ্য গত ২৪ মে দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বিকি সেন লিগের প্রথম হ্যাটট্রিকটি করেন এই ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নারের বিরুদ্ধে।

জেলা ফুটবল লিগের তৃতীয় হ্যাটট্রিক সুদীপের পা দিয়ে

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৩ দলীয় মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে ৩ জুন কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৯-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে ভেটাগুড়ি সাউথ কর্নারকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে হ্যাটট্রিক করেন কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সুদীপ দাস। জোড়া গোল করেন পুলিশের সুপন মারাক ও নারায়ণ থাপা । তাদের বাকি গোল দুইটি রতন বর্মন ও শিবা রাউতের। ভেটাগুড়ির একমাত্র গোলটি বিশ্বনাথ বর্মনের। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রতিমা হাজরা ও নীলমণি হাজরা ট্রফি পেয়েছে সুপন মারাক।

বোচামারি ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন প্যারাডাইস

কোচবিহার: এবছরের বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাব আয়োজিত সিনিয়ার লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজক দল। ১৫ জুন ফাইনালে তারা ২-১ গোলে কাঁঠালগুড়ি ড্রিম অ্যাকাডেমিকে পরাজিত করে। বোচামারির হয়ে গোল দুটি করেন আশিক আখতার মিয়াঁ ও সাগর রাভা । ড্রিমের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন শুভাশিস দাস।

এই ফুটবল লিগে তৃতীয় হয়েছে আটিয়ামোচড় স্পোর্টিং ক্লাব। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা ৪-২ গোলে রসিকবিল লালকলোনি ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। আটিয়ামোচড়ের রাহুল খাড়িয়া জোড়া গোল করেন। বাকি গোল দুইটি বিশাল খাড়িয়া ও কিরণ ওরাওঁ।

ক্যারাটের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা

কোচবিহার: গত ৪ জুন কোচবিহার স্টেডিয়ামে এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের ক্যারাটেকাদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা হল। পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমন্ত দাস ও অমিতাভ রায়। এদিনের এই পরীক্ষায় উপস্থিত থেকে ক্যারাটেকাদের উৎসাহ দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। সংস্থার সভাপতি তথা প্রশিক্ষক রাকেশ সরকার বলেন '১২০ জন ক্যারাটেকা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। তাঁদের শংসাপত্র ও বেল্ট দেওয়া হবে'।

শুরু দিনহাটা ফুটবল লিগ

দিনহাটা: দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ১৫ দলীয় ফুটবল লিগ গত ১০ জুন শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব ২-১ গোলে বামনহাট যুব সংঘকে পরাজিত করে। সংহতি ময়দানে নিউ সব্যসাচীর হয়ে গোল দুটি করেন টিটুল মিয়াঁ ও তসলিম আরিফ। ম্যাচের সেরা হন সব্যসাচীর তসলিম আরিফ। বামনহাটের একমাত্র গোলটি সুমন বর্মনের। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দিনহাটা পুরসভার পুরোপতি গৌড় শংকর মাহেশ্বরী।

তুফানগঞ্জ ফুটবল লিগ শুরু

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগ ১৫ জুন সংস্থার মাঠে শুরু হতে চলেছে। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৯ দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে শালবাড়ি যুব সংঘ মুখোমুখি হবে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

চলে গেলেন পরিমল গুহ

কোচবিহার: প্রয়াত হলেন কোচবিহারের প্রাক্তন ফুটবলার তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য পরিমল গুহ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫। ৯ জুন রাতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা পরিমলবাবু মৃত্যুকালে স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে গিয়েছেন। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'পরিমল গুহর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন ও সারাদিন সংস্থার পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

বক্সিংয়ে সোনা তপু বর্মনের

মাথাভাঙ্গা: আলিপুরদুয়ার ট্যালেন্ট হান্ট বক্সিংয়ে সোনা জিতলেন মাথাভাঙ্গার তপু বর্মন। তিনি ছেলেদের ৫২-৫৫ কেজি বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন। তপুর হাতে সোনার পদক ও শংসাপত্র তুলে দেন আলিপুরদুয়ার জেলা বক্সিং সংস্থার সচিব রকি মল্লিক। এর আগে তপু জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও ইন্দো-নেপাল বক্সিংয়ে রুপো ও সোনা জিতেছিলেন। আগামীদিনে তপুর সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী কোচবিহারের বক্সিং মহল।

মার্শাল আর্টসে কোচবিহারকে গর্বিত করল বিশ্বজিৎ

কোচবিহার: কোচবিহারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আবার সুখবর। ওয়ার্ল্ড মার্শাল আর্টস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সদস্যপদ পেলেন কোচবিহারের বিশ্বজিৎ সরকার। শ্রীলঙ্কা থেকে তাঁর সদস্যপদের চিঠি ও শংসাপত্র এসে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে। বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন ধরেই তাইকোন্ডোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি শ্রীলঙ্কা থেকেই পরিচালিত হয়। গোটা বিশ্বে তাদের সদস্য রয়েছে। মার্শাল আর্ট নিয়েই সংগঠনটি কাজ করে'।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96